International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 351-357
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.229

"সান্তাড় দিশোম" সাঁওতালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী আঞ্চলিক পরিচয়

ভবেশ চন্দ্র মুর্মু
গবেষক, সাঁওতালি বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

"Santar Dishom" means 'the land of the Santals.' In other words, in accordance with their cultural traditions the Santal community historically inhabited specific regions, and indeed, they continue to do so today. They designated these regions as their 'country,' and it is there that they reside permanently provided, of course, that no obstacles or adversities arise. The subject of this research is "Santar Dishom" the traditional regional identity of Santali culture. Through this study, I have endeavoured to highlight the specific regions that are designated as "Santar Dishom." Each of these regions possesses distinct boundaries and bears a specific, established name; indeed, various regions are known by a multitude of different names. Each of these regions known by various names possesses distinct linguistic and cultural characteristics. It is through these specific traits that one region distinguishes itself from another, presenting unique cultural expressions. While the cultural entity itself is singular namely, 'Santali culture' the various cultural practices and customs exhibit variations, albeit subtle, due to regional differences in habitation. I was able to deduce this through a literature review. In this research paper, I have endeavoured to highlight the linguistic and cultural attributes and characteristics associated with the identity of each region.

Keywords: 'Santal Dishom' in Santali culture, the boundaries of Dishom, diverse forms of language and culture, the role of Dishom in contemporary society, Dishom—past and present.

আমি এই বিষয় "সান্তাড় দিশোম" সাঁওতালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী আঞ্চলিক পরিচয়'সম্মন্ধে গবেষণার দ্বারা বিশেষ জ্ঞান প্রদর্শন করার চেস্টা করেছি। সাঁওতালি সংস্কৃতিতে একেকটা অঞ্চলকে 'দিশোম' অর্থাৎ দেশ বলা হয়ে থাকে। এটা একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী পরিচয়। সাঁওতাল জাতির উৎস বা সৃস্টি তত্ত থেকেই এই দিশোম গুলোরও সৃস্টি হয়েছে। এই দিশোম সৃস্টি হওয়ার ঐতিহাসিক কারন রয়েছে। সাঁওতাল জাতির সৃস্টি থেকে আজ পর্যন্ত যে, যে, জায়গা বা অঞ্চল গুলোতে বসবাস করে এসেছেন; প্রত্যেক অঞ্চল গুলোতে একেকটা নাম দিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন কারনে ঐ অঞ্চল গুলোতে বসবাসের অযোগ্য হলে, সেই অঞ্চল ছেড়ে অন্য যায়গা বেছে নিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমান ৩২ টার থেকেও বেশি এই দিশোম গুলোর বর্ননা পাওয়া গেছে। আমি এখানে একেকটা দিশোম এর পরিচয় তুলে ধরছি, তার সাথে ঐ দিশোম গুলোর নামাঙ্কিত বৈশিস্ট্য। দিশোম এর আধারে ভাষাগত গুন ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্মন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদর্শন করছি। সাথে সাঁওতালি সংস্কৃতিতে ঐ দিশোম গুলোর মর্যাদা কতটা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে আজ

অব্দি, তার একটা গবেষণা এই বিষয় উপস্থাপন করার চেস্টা করছি। এখানে গবেষণা পদ্ধতি হিসাবে সাঁওতালি সংস্কৃতির বিভিন মুল্যবান গ্রন্থ গুলো থেকে দিশোম এর সিমা গুলো জেনে নিয়ে, সার্ভে ভিত্তিক গবেষণা। 'দিশোম' গুলোর সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করে উপসংহার এর মাধ্যমে বিশেষ জ্ঞান প্রদর্শন করা সম্ভব হয়েছে।

সাঁওতালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী পরিচয় 'দিশোম' অর্থাৎ 'দেশ'। এখানে দিশোম অর্থাৎ দেশ, মানে একেকটা নির্দিস্ট অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। সাঁওতাল জাতির উদ্ভব থেকে আজ অব্দি প্রায় ৩২ বা ততোধিক দিশোম এর পরিচয় পাওয়া গেছে বিভিন্ন 'গান' ও 'বিন্তি'-র মাধ্যমে। এখানে আমি প্রত্যেকটা দিশোম এর নাম তুলে ধরছি।– 'হিহিড়ি-পিপিড়ি, খোজ কামান, হারাতা বা হারারাতা, সাসাংবেডা, জারপি দিশোম, আইরে দিশোম, কঁয়ডা দিশোম, চায় দিশোম, চাম্পা দিশোম, তোড়ে পুখরি বাহা বাঁদেলা দিশোম, ইচাঁঃ বুটী-মাতকম বুটী দিশোম, জনা জসপুর দিশোম, ঘাসপাল বেলাওংজা দিশোম, শির দিশোম, শিখী্র দিশোম, নাগপুর দিশোম, সাঁত দিশোম, টুঁডি দিশোম, সান্তাড় পরগনা দিশোম, তুং দিশোম, ধাড় দিশোম, মল দিশোম, বারহা দিশোম, মান দিশোম, কুচুং দিশোম, ভাট দিশোম, মাতব দিশোম, বারিন দিশোম, খলাড় দিশোম, তুড়ুক দিশোম, গাঁগি চাঁওরিচ দিশোম ইত্যাদি। বিশিষ্ট ভাষাবিদ ড. কৃষ্ণ চন্দ্র টুডু তাঁর 'হড় সাঁওহেৎ' গ্রন্থে ঐ হিহিড়ি-পিপিড়ি অর্থাৎ বর্তমানে ভুমধ্য সাগরের একটা দ্বীপ 'সিসিলি' নামক স্থানকে বুঝিয়েছেন। খোজ কামান অর্থাৎ কাজিকাস্তান, হারারাতা অর্থাৎ আফগানিস্থান, সাসাংবেডা অর্থাৎ লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত ফাঁকা ময়দান-কে বুঝিয়েছেন। এটা তাঁর অনুমানিক মত হিসাবে ব্যখ্যা করেছেন। তাঁর এই ব্যখ্যা কি আদৌও সত্য? নাকি আনুমানিক মাত্র; এ বিষয় এখনো অস্পস্ট। একমাত্র 'সিকী্র দিশোম, সাঁত দিশোম, তুং দিশোম, ধাড় দিশোম, মল দিশোম, বারহা দিশোম, মান দিশোম, কুচুং দিশোম, ভাট দিশোম, মাতব দিশোম, বারিন দিশোম, খলাড় দিশোম ছাড়া বাকি দিশোম গুলোর পরিচয় ও অস্তিত্ত যানা যায় না। বর্তমান ঐ দিশোম গুলো কোথায় অবস্থিত, তা এখনো ধোঁওয়াসার মধ্যে রয়ে গিয়েছে। নৃ-তাত্তিক ভাবে অন্বেষণ করলে ঐ দিশোম গুলোর পরিচয় পাওয়া যেতে পারে, এটা আমার প্রাথমিক ধারনা। সাঁওতালি সংস্কৃতির একটা মহামুল্যবান লোকগীত, যে লোকগীত এর মধ্যে সাঁওতাল জাতির সৃস্টিতত্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে –

"হিহিড়ি-পিপিড়ি রেবন জানাম লেন,
খোজ কামান রেবন খোজ লেন,
হারারাতা রেবন হারা লেন,
সাসাংবেডা রেবন জীত তালা লেন।" -১

বাংলা অনুবাদ– "হিহিড়ি-পিপিড়িতে আমরা জন্মগ্রহন করেছিলাম,
খোজ কামান নামক স্থানে আমরা খোঁজ করেছিলাম,
হারারাতা নামক স্থানে আমরা বড়ো হয়েছিলাম,
সাসাংবেডা নামক স্থানে আমরা জাতি হিসাবে পরিচয় পেয়েছিলাম।"

গীত এর তাৎপর্য– হিহিড়ি-পিপিড়ি নামক একটা জায়গা বা স্থান, যেখানে সাঁওতাল মনুষ্য জাতির জন্ম হয়েছিল। যাদের আদিবাসি আদিপুরুষ বলা হয়। এই সাঁওতাল জাতির আদি মানব হলেন 'পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুটি'। ভগবান স্বয়ং 'মারাংবুরু' পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুটি-কে বিবাহ বন্ধনে বেঁধে দেওয়ার ফলে তাঁরা বংশ বিস্তার করতে সক্ষম হন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেলে তাঁরা খাদ্যের অন্বেষণ ও ভালো বসবাস ভুমি খুঁজতে খুঁজতে 'খোজ কামান' নামক স্থানে উপস্তিত হন। এই 'খোজ কামান' নামক স্থানে দীর্ঘকালিন থাকতে থাকতে তাদের মধ্যে বর্বর আচরন সৃস্ট হয়। নিজেদের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত ব্যবহার হারিয়ে

ফেলেন। ফলে ভগবান স্বয়ং ঠাকুর তাঁদের উপর ক্ষিপ্ত হন। এই অসভ্য আচরন দমন করার জন্য তিনি সাত দিন, সাত রাত্রি অগ্নি বৃস্টি করেন। এই অগ্নি বৃস্টি করার পূর্বে তিনি দুইজন, এক পুরুষ ও এক নারিকে হারারাতা বা হারাতা পাহাড় এর এক গুহায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। এই অগ্নি বৃস্টিতে সকল প্রান নাশ হলে ঐ দুইজন থেকে আবার বংশ বিস্তার বেড়ে যায়। বংশ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ঐ হারাতা নামক স্থান ত্যাগ করে অন্য এক স্থানে উপস্থিত হন। ঐ স্থানটির নাম হচ্ছে 'সাসাংবেডা'।এই সাসাংবেডা নামক স্থানেই তারা এক পরিচয় গড়ে তোলেন। নিজেদেরকে 'খেরওয়াড় বা সান্তাড়' জাতি হিসাবে পরিচয় তুলে ধরেন। জাতি হিসাবে ১২ টা গোত্রে বিভক্ত হন। এই ১২ টা গোত্র হল–

১। হাঁসদা
২। মুর্ম্মূ
৩।মান্ডি
৪। কিস্কু
৫। হেম্ব্রম
৬। সরেন
৭। টুডু
৮। বাস্কে
৯। বেসরা
১০। চঁড়ে
১১। বেদেয়া
১২। পাঁউরিয়া ।

এই গোত্র বা পদবি বিভাজনের পর তাঁরা ঐ 'সাসাংবেডা' নামক স্থানটিকে ত্যাগ করেন। সেখান থেকে তারা আর এক স্থানে এসে বসবাস শুরু করেন। ঐ স্থানটির নাম দেন 'জারপি দিশোম'। কেন তারা এই অঞ্চলটকে জারপি দিশোম নাম দেন; তা এখনো সঠিক জানা যায় না। এই জারপি নামক স্থান বর্তমানে কোথায় অবস্থি, তার হদিশ এখনো অজ্ঞাত। এখানে দীর্ঘ বসবাসের পর আবার ঐ স্থানটিকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন সম্ভবত নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে। ফলে তারা নতুন আর এক স্থানে উপস্থিত হন এবং সেখনে বসবাস করতে শুরু করেন। এই স্থানের নাম দেন 'আইরে দিশোম' আইরে দেশ। এখানেও দীর্ঘ বসবাসের পর তারা এই স্থানটিকে ছেড়ে দিয়ে আবার নতুন স্থানের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। খোঁজ করতে করতে বিশাল এক বনভূমিতে এসে পড়েন। এই বনভূমির পাসেই বসতি স্থাপন করে বসবাস শুরু করেন। এই স্থানের নাম দেন 'কঁয়ডা দিশোম'। বর্তমানে এই কঁয়ডা দিশোম এর পরিচয় আর পাওয়া যায় না। এই কঁয়ডা শব্দটি সাঁওতালি শব্দ কুঁয়ডি থেকে নেওয়া হয়েছে। কুঁয়ডি শব্দের অর্থ হল মহু;ল গাছের ফল এর বীজ। এখানে মহুল গাছের প্রাচুর্যের ফলে তাঁরা এই স্থান বা অঞ্চলের নাম দেন 'কঁয়ডা দিশোম'। এই কঁয়ডা দিশোমকেও বিভিন্ন কারনে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ফলে আবার শুরু হয় নতুন এক বাসভূমির খোঁজে। এইভাবে চলতে চলতে আর এক যায়গায় উপস্থিত হন এবং বাসস্থান তৈরী করে বসবাস করতে শুরু করেন। এই স্থান বা অঞ্চলটির নাম দেন 'চায় দিশোম'। এই চায় দিশোম এর বর্তমান পরিচয় কিন্তু এখনও অজ্ঞাত। আবার নানা সমস্যার কারনে তারা এই দেশকেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। আবার দীর্ঘ খোঁজার পর নতুন এক স্থানের হদিশ পান সপ্ত নদীর আস পাশে। এই সপ্ত নদীর তীরেই তারা স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। এই স্থান বা অঞ্চলটির নাম দেন 'চাম্পা দিশোম'। এই চাম্পা দেশ সম্মন্ধে বর্তমান অস্তিত্ব সম্পর্কে পি, সি হেম্ব্রম বলেছেন– " চায় চাম্পা সাঁওতালদের বাস ভূমি মধ্য ভারত কেই নির্দেশ করে।" [২] অর্থাৎ বর্তমান মধ্য

ভারতেই এই 'চাম্পা দিশোম' এর অস্তিত্ব লুকিয়ে রয়েছে। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর এই চাম্পা দিশোম এর নাম পরিবর্তন করা হয়েছে দেশীয় শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন অজুহাতে। ভারত স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এই 'চাম্পা দিশোম' তেই সাঁওতাল সম্প্রদায় শত্রুর হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য; গোত্র অনুযায়ী একেকটা 'গাড়' (কেল্লা/দূর্গ) তৈরী করেন। ১২ টা গোত্রে ১২ টা 'গাড়' তৈরী করেন। এই গাড় গুলো হল –

১। "হাঁসদা– কুটীমপুরি গাড়।
২। মুর্ম্মূ– চাম্পা গাড়।
৩।মান্ডি– বাদোলি গাড়।
৪। কিস্কু– কঁয়ডা গাড়।
৫। হেম্ব্রম– খায়রি গাড়।
৬। সরেন– চাঁয় বা চাঁয়বাহের গাড়।
৭। টুডু– সিম গাড়।
৮। বাস্কে– হারবালেয়াং গাড়।
৯। বেসরা– বানসারিয়ী গাড়।
১০। চঁড়ে– জাঁগে কোদে গাড়।
১১। বেদেয়া– হলং গাডা গাড়।
১২। পাঁউরিয়া– বামা গাড়।" [-৩]

এই চাম্পা দিশোমেই নিজস্ব পদবিধারী গোত্ররা নিজস্ব গাড় তৈরী করে বসবাস করতে শুরু করেন। এই চাম্পা দিশোমেই সর্বপ্রথম সাঁওতাল সম্প্রদায় এর পূজার্চনার জন্য পবিত্র 'জাহের গাড় বা জাহের থান' স্থাপন করেন। এখান থেকেই সাঁওতালদের দেব দেবীর সেবা দেওয়া শুরু হয়। এই জাহের গাড় বা জাহের থান-এ যে সকল দেব দেবীর পুজো করেন, তাঁরা হলেন– 'মারাংবুরু (দেব), জাহের আয়ো/এরা (দেবী), মঁড়ে-ক তুরুই-ক (মিশ্রিত দেব দেবী)'। এই চাম্পা দিশোমে তারা দীর্ঘ বসবাসের পর শত্রুর হাতে আক্রমনিত হলে, এই দেশকেও ছাড়তে বাধ্য হন। সাঁওতালদের সমস্ত আধিপত্য শত্রুর দখলে চলে গেলে সাঁওতালরা বিতাড়িত হন। ফলে তারা আবার নতুন বসবাসের স্থান অন্বেষণ করতে থাকেন। অন্বেষণ করতে করতে বিশেষ একটা যায়গায় উপস্থিত হন। এখানেই তারা বসবাস শুরু করেন। স্থানটির নাম দেন 'তোড়ে পুখরি বাহা বাঁদেলা'। অর্থাৎ বিভিন্ন ফুলে আচ্ছাদিত একটা বড়ো বাঁধ বা জলাশয়। এই স্থানে তারা দীর্ঘ বারো বছর বিভিন্ন বিচার আচার করে সমাধান করেন যে, তারা এক জোট হয়ে কাজ করবেন। সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপ অক্ষুন্ন রেখে তারা শত্রুর মোকাবিলা করবেন। কখনই তারা নিজেদেরকে শত্রুর নিকট আত্মসমর্পন করবেন না। প্রয়োজনে তারা এই দেশকে ছেড়ে দেবেন, তবুও শত্রুর হাতে নিজেদের সকল সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনা সঁপে দেবেন না। এই রকম চিন্তা ভাবনার দ্বারা জিবন যাপন করতে করতে আবারও এই দেশে শত্রুরা হানা দেয়। ফলে একজোট হয়ে লড়তে লড়তে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা উপলব্ধি হলে, আবারও এই দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন তারা। ফলে আবার নতুন স্থান অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। উপস্থিত হন এক কাস্টল বৃক্ষের বনভূমিতে। সেখানেই তারা বসতি স্থাপন করেন। স্থানটির নাম দেন 'ইচাঃ বুটী-মাতকম বুটী দিশোম'। এই দিশোমে দীর্ঘ বসবাসের পর বিভিন্ন কারনে আবার এই দিশোমকেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ফলে আবার নতুন স্থানের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। বিভিন্ন জঙ্গল, পাহাড় ও জলাশয় অতিক্রম করে নতুন এক স্থান আবিস্কার করেন। বাস যোগ্য স্থান তৈরী করে বসবাস শুরু করেন। যায়গাটির নাম দেন 'জনা জসপুর'। এখানে বিভিন্ন জন্তু জানোওয়ার এর নিত্য আক্রমন ও উপদ্রব ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় এই জায়গাটিকেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। আবার বেরিয়ে পড়েন নতুন বাসভুমির খোঁজে। দীর্ঘ খোঁজার পর একটা স্থানকে বেছে নেন।

সেখনেই বসতি স্থাপন করেন। এবং যায়গাটির নাম দেন 'ঘাসপাল বেলাওংজা'। এই দিশোম থেকেই দল বিভাজন মধ্যে দিয়েই এদিক সেদিক যেতে শুরু করেন স্থায়ী বাসভূমির খোঁজে। খোঁজ করতে করতে একদল পৌছান পর্বত চূড়ার মতো স্থানে। আর সেখনেই বসবাস শুরু করেন। স্থানটির নাম দেন 'শির দিশোম'। আরেক দল এসে পড়েন উঁচু পাহাড়ের কোলে। সেখানেই তারা বাসভূমি তৈ্রী করেন, স্থানটির নাম দেন 'শিখ্ৗর দিশোম'। এই সিখ্ৗর দিশোমেও শত্রুর আক্রমনে বিতাড়িত হন। ফলে শিখ্ৗর দিশোম-ও ত্যাগ করে একটা দল নতুন স্থানের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। সে যায়গায় তারা বাসভূমি গড়ে তোলেন, তার নাম দেন 'নাগপুর দিশোম'। এখানেও বিভিন্ন কারনে থাকতে না পেরে স্থান পরিবর্তন করেন। নতুন আর এক স্থানে বসতি স্থাপন করে নাম দেন 'টুঁডি দিশোম'। এই টুঁডি দিশোমে বিভিন্ন শত্রুর আক্রমনের স্বীকার হন। ফলে এই দিশোমকেও ছাড়তে বাধ্য হন তারা। আবার শুরু হয় নতুন বাসভূমির খোঁজে। অজয় নদীর তীরে পেয়ে যান সুন্দর এক বাসযোগ্য স্থান। সেখানেই তারা বসতি স্থাপন করেন। স্থানটির নাম দেন 'সান্তাড় পরগনা'। এই সান্তাড় পরগনার অস্তিত্ব কিন্তু আজও জিবিত রয়েছে মাথা উঁচু করে। বর্তমানে ঝাড়খন্ড রাজ্যের দুমকা জেলাতে অবস্থিত।

ঘাসপাল বেলাওংজা দিশোম থেকে দলগত ভাবে যারা এদিক সেদিক গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল–

১। **শিকৗর দিশোম:** বর্তমানে এই সিকৗর দিশোম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলাতে অবস্থিত ও ঝাড়খন্ড রাজ্যের সান্তাড় পরগনা জেলায় এই শিকৗর দিশোম এর অস্তিত্ব জিবিত রয়েছে।

২। **সাঁত দিশোম:** বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাঁকুড়া জেলার ছাতনা অঞ্চল ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শিলদী অঞ্চলে এই সাঁত দিশোম অবস্থান করছে।

৩। **তুং দিশোম:** তুং দিশোম দুই ভাগে বিভক্ত। ১) মারাং তুং (বড় তুং) পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলার ফুলকুসমা অঞ্চলে ও রাইপুর অঞ্চল ও মেদিনীপুর জেলার শিলদী অঞ্চলে অবস্থান করছে।২) হুডিঞ তুং (ছোট তুং) পশ্চমবঙ্গ রাজ্যের বাঁকুড়া জেলার রাইপুর অঞ্চলে এই হুডিঞ তুং (ছোট তুং) এর অবস্থান বিরাজমান।

৪। **ধাড় দিশোম:** ধাড় দিশোম দুই ভাগে বিভক্ত। ১) খাতড়া ধাড় দিশোম; এটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাঁকুড়া জেলার খাতড়া অঞ্চলে অবস্থিত। ২) দামপাড়া ধাড় দিশোম; এটি ঝাড়খন্ড রাজ্যের পূর্ব সিংভুম জেলার ঘাটশিলা অঞ্চলে অবস্থিত।

৫। **মল দিশোম:** এই দিশোম বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা ও ওন্দা অঞ্চল এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু অংশে এই দিশোম এর অবস্থান বিরাজমান।

৬। **বারহা দিশোম:** এই দিশোম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া জেলার বরাবাজার অঞ্চল ও বান্দোয়ান অঞ্চলে অবস্থান করছে।

৭। **মান দিশোম:** এই দিশোম বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া জেলার মানবাজার অঞ্চলে অবস্থান করছে।

৮। **বুগড়ি দিশোম:** এই দিশোম বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে ও বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি ও বিষ্ণুপুর অঞ্চলে অবস্থিত।

৯। **সিলদী দিশোম:** এই দিশোম বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ঝাড়গ্রাম জেলার শিলদী অঞ্চলে অবস্থিত।

১০। **কুচুং দিশোম:** বর্তমান ঝাড়খন্ড রাজ্যের পশ্চিম সিংভূম জেলার বিশাল ভূখন্ডে এই কুচুং দিশোম অবস্থিত।

১১। ভাট দিশোম: এই দিশোম বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার লালগড়, রামগড় অঞ্চল ও জঙ্গলমহল অঞ্চলে এই ভাট দিশোম অবস্থান করছে।

১২। মাতব দিশোম: এই দিশোম বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ঝাড়গ্রাম জেলার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত।

১৩। বারিন দিশোম: এই দিশোম বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দিনাজপুর জেলার পূর্বাংশে বিশাল ভূ-খন্ডে অবস্থিত।

১৪। খলাড় দিশোম: এই দিশোম বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোপিবল্লবপুর অঞ্চলে অবস্থিত।

১৫। তুড়ুক দিশোম ও গাঁগি চাঁওরিচ দিশোম: এই দিশোম এর বর্তমান ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে এই দিশোম এর বর্ননা কেবল 'দাঁশায়' গীত-এ লিপিবদ্ধ আছে। গীতটি এই রকম –

"হায়রে হায়রে
তকা দিশোম ধুঁদেনা হায়রে হায়
তকা দিশোম মালটেনা হায়রে হায়
দিশোম দ দিশোম লেলেঁগেৎ।
হায়রে হায়
তুড়ুক দিশোম ধুঁদেনা হায়রে হায়
গাঁগি চাঁওরিচ মালটেনা হায়রে হায়
দিশোম দ দিশোম লেলেঁগেৎ।" [৪]

বাংলা অনুবাদ:– "হায় হায়
কোন দেশ অন্ধকার হল
কোন দেশ ধ্বংস হল
মুসলমান দেশ অন্ধকার হল
'গাঁগি চাঁওরিচ' দেশ ধ্বংস হল।"

এবার এই দিশোম গুলোর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরছি। এখানে আমি সাঁত দিশোমের একটা শব্দের মাধ্যমে উদাহরন স্বরূপ তুলে ধরছি। 'ঞিঁর' এই শব্দটি সাঁত দিশোমে ব্যবহৃত শব্দ। এই 'ঞিঁর' শব্দের বাংলা অর্থ হল দৌড়ানো। এই শব্দটা একমাত্র সাঁত দিশোম এর মানুষরাই ব্যবহার করে থাকেন। বাকি দিশোম গুলোতে এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। এর থেকে প্রমানিত হয় যে, এই 'ঞিঁর' শব্দটি ঐ দেশের একটি বিশেষ পরিচয়। আবার 'দুকানা' শব্দটির অর্থ কোথাও যাওয়া বা গিয়ে ফিরে আসা। শব্দটি তুং দিশোম ও শিলদা দিশোমে ব্যবহৃত হয়। অতএব এই শব্দটির দ্বারা ঐ দিশোম এর গুনাবলী বৈশিস্ট্য তুলে ধরেছে। আবার 'হেলাও' এই শব্দটি শিকা্র দিশোমে ব্যবহৃত হয়। 'হেলাও' শব্দটির অর্থ হল যাওয়া বা গিয়েছিলাম। এই শব্দটিও শিকা্র দিশোম এর বৈশিস্ট্য ধরে রেখেছে। এবং সংস্কৃতিতে 'নাটুওয়া দন' নাটুওয়া নাচ একমাত্র এই শিকা্র দিশোমের মানুষরাই এই নাটুওয়া নাচ গান করেন। এই নাটুওয়া নাচ শিকা্র দিশোম এর ঐতিহ্য ধরে রেখেছে আজও। এখানেই প্রত্যেক দিশোম নিজেদের মতো করে কিছু শব্দ ও সাংস্কৃতিক কিছু কার্যাবলী ব্যবহার করে থাকেন। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই মানুষ গুলো ঐ দিশোমের। কিন্তু বর্তমান যুগে এই দিশোম গুলোর অবদান আর সেরকম চোখে পড়ে না। কারন হচ্ছে, ভারত স্বাধীনতা লাভের পর দেশীয় শাসন ব্যবস্থা জারি হলে সাঁওতালদের মধ্যে ধীরে ধীরে নিজেদের দিশোম ধরে রাখতে না পেরে; রাজ্য, জেলা, মহকুমা, পঞ্চায়েত এর মতো নিয়ম ব্যবস্থাতে হারিয়ে গেছেন। তারা ভুলে গেছেন নিজেদের দিশোম এর কথা। ভুলে গেছেন নিজেদের দিশোম এর পরিচয়। ভুলে গেছেন

পূর্ব-পূরুসদের সৃস্ট দিশোম গুলোর মান মর্যাদা। সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি মিশে গিয়েছে বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির দর্পনে। আজ সাঁওতাল সমাজের মানুষজন শিক্ষিত হয়েছেন কিন্তু নিজেদের সাংস্কৃতিক চেতনা গুলোকে একেবারে ভুলে গিয়েছেন কোনো এক অচেনা বাতাসের বন্ধনে। শিক্ষিত সাঁওতাল; সমাজকে বুঝতে হবে, তাদের যে সাংস্কৃতিক চেতনা গুলো রয়েছে তা গভীর ভাবে জানা ও জানিয়ে দেওয়ার কৌশল। তবেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন মুল্যবান পরিচয় গুলো রক্ষা করা সম্ভব হবে।

উপসংহার: "সান্তাড় দিশোম" সাঁওতালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী পরিচয়– এই বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হল। সান্তাড় দিশোম এর পরিচয় গুলো যথাযথ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই দিশোম গুলোর অবস্থান ও সিমারেখা পর্যন্ত বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাথে সাঁওতাল সম্প্রদায় এর ১২ টা গোত্রের কথা সাংস্কৃতিক আধারে কোথায় পাওয়া গেছে, তা স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। ১২ গোত্রের গাড় এর কথা তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান প্রজন্মে এই দিশোম গুলোর অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ন, তা বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। এবং বর্তমানে কিভাবে এই দিশোম গুলোর মান মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব, তা স্পস্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা বর্তমান সাঁওতাল সম্প্রদায়কে বুঝতে হবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার দ্বারা সাংস্কৃতিক চেতনা গুলো পুনরুদ্ধার করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. হেম্ব্রম, পরিমল। সাঁওতালি ভাষা চর্চা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত। প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০১০। নির্মলকুমার সাহা, নির্মল বুক এজেন্সি ২৪বি, কলেজ রোড, কলকাতা– ৭০০ ০০৯ । ।পৃষ্ঠা সংখ্যা– ১৪।

২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা– ৩১।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা– ১৬।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা– ২২।

৫. হেম্ব্রম, পরিমল সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ২০০৭ । নির্মল বুক এজেন্সি ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭ ।

৬. Tudu. R. M. 14 June 1951. "KHERWAL BONGSO DHARAM PUTHI". PRINTED BY CALCUTTA PRESS CALCUTTA.

৭. Screfsrud. O. L. 05 September 2007. "HORKOREN MARE HAPRAM KO REAK KATHA". Sri guru press 27/1, vivekananda road, kol – 14.

৮. Murmu. R. (Adim Santar). 1st edition – 30.06.2021. 2nd edition– 15.01.2002. 3rd edition– 05.05.2004 (olchiki and bengali). 4th edition – 30 June 2007. 5th edition – 30 June 2008 (olchiki and bengali). 6th edition– 15 April 2009. "JAHER BONGA SANTAR KO". Cooperation– 'Marang buru asrom' hoyera, hoogli. Publishers– adim publication- kolkata, 677, block- O, Flat no– 3, new alipore, kolkata– 53. All is helping- gopal hansda, horidaspur (chapta) hoogli. Abinath hansda, sibrui, hoogli. Latter cover- Rajendra prasad murmu, sagun computer press, khannyan, hoogli. Mob: 9002548071. Image editor- pradip roy, Kolkata.

৯. Baske. N D. 1st edition May 1987. "PASCHIM BANGER ADIBASI SAMAJ (Vol.No.l)" . Srimati rinki baske 18/1, Santinagar rijent park Kolkata – 700 040.